অতএব, A = শর্ত সাপেক্ষ অর্থাৎ 'সতর্কবাণী'/নিষেধাজ্ঞা আছে,

B = ঐ নেই।

সুতরাং, $F_\alpha B$ লিখলে বুঝতে হবে : F_α অর্থাৎ গৃহত্যাগের কথা কাহিনিতে বলা হয়েছে কিন্তু B অর্থাৎ সেখানে সতর্কবাণী বা অন্য কোন আদেশের উল্লেখ নেই।

৪.৩. মোকাবিলাকরণ (F_β)

৪.৩.১. লোকায়ত কাহিনিতে যে সংঘর্ষ বা মোকাবিলাকরণ তা প্রতিকি লড়াই-এর সাযুজ্যে রচিত হয়; সেখানে বহতা জীবনের গণ-পরিসরে শুভ-অশুভ/ভাল-মন্দ-এর লড়াই। তাই লোককৃষ্টির অনুষঙ্গে F_β কতকটা 'ঝাঁপান' বা 'সাথীগান'[১০] কেননা ভালমন্দের সীমারেখা ধূসর হয়ে যায়, প্রকট হয়ে ওঠে দৈনন্দিন বারমাস্যায় দুই বিপরীত শক্তি (Binary Opposites)-র চাপান-উতোর। সেই মোকাবিলার মুখ্য (Protagonist) কেউ আছেন; আছেন দ্বৈরথে অবতীর্ণ কেউ (Antagonist); সঙ্গে ধুয়ো ধরে দেবার মানুষজন (Helper)। মাত্র ছয়টি মেদিনীপুরের লোককথাকে সম্বল করে এই খসড়ার প্রস্তুতি স্বভাবতই পাঠগত সমীক্ষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তাই আপাত 'প্রকার'গুলি নিম্নরূপ :

A = ত্রাতা (Donor)-র সঙ্গে মোকাবিলা,

B = খল-নায়কের সঙ্গে মোকাবিলা,

C = বিবিধ অর্থাৎ (A, B) ব্যতিরেকে যে কোন বিপরীত শক্তির সঙ্গে মোকাবিলা।

D = সহায়ক (Helper)-র সঙ্গে মোকাবিলা।

প্রতি (A – D) ক্ষেত্রেই, a = সতর্কবাণী/নিষেধাজ্ঞা আছে,

($F\upsilon$) b = ঐ নেই।

অতএব, $F_\beta Ab$ লিখলে বুঝতে হবে : F_β = মোকাবিলা করার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু, A = ত্রাতার সঙ্গে মোকাবিলা কিন্তু, (b) অর্থাৎ ঐ মোকাবিলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন সতর্কতা/নিষেধাজ্ঞা নেই।

৪.৪. প্রাপ্তিযোগ

৪.৪.১. 'মোকাবিলা' হলেই 'প্রাপ্তিযোগ'-এর প্রশ্ন, নচেৎ নয়। মেদিনীপুরের লোককথার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে ধন/টাকা পয়সা পাওয়ার থেকে মান ও বুদ্ধিবিদ্যাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে[১১]। 'প্রকার' তিনটি (A – C); 'বিকল্প' দুটি (a – b)। অতএব,

A = বুদ্ধি পাওয়া/ 'টঙ্' সময়ে মাথা খেলে যাওয়া,

B = অযাচিত সাহায্য,

C = অধিকতর শক্তিশালীকে বিপদের সময়ে সাহায্য করার ফলস্বরূপ কোন যাদুদ্রব্য উপহার পাওয়া।

বিকল্প দুটি। a = সতর্কবাণী/ নিষেধাজ্ঞা আছে,

b = ঐ নেই।

১০। মেদিনীপুরের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে বিষধর সাপের আনাগোনা সুতরাং ঐ সব অঞ্চলে দেবী মনসার প্রবল প্রতিপত্তি। ফলত শ্রাবণ ও আশ্বিন (ডাক) সংক্রান্তিতে মহা সমারোহে দেবী মনসার পূজা চলে, অনুষ্ঠিত হয় 'ঝাঁপান' অর্থাৎ ওঝা বা গুণিন তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহযোগে গরুর গাড়ি বা শিষ্যদের কাঁধে চড়ে নির্দিষ্ট জলাশয় থেকে মা মনসার 'বারিঘট' আনতে যান। যাত্রাপথে অন্য কোন গুণিন প্রাগুক্ত গুণিনের মন্ত্রশক্তি পরিমাপের জন্য তাদের পথ আটকে সুর সহযোগে পুরাণ সংক্রান্ত নানান প্রশ্ন করেন। ঝাঁপানের গুণিন বা তার শিষ্যদের সুর সহযোগেই ঐ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে এগিয়ে যেতে হয় দ্র. ছন্দা ঘোষাল, লোকসংগীত, জে. লো. প. গ্র—মেদিনীপুর, লোক সংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, প.ব. সরকার [কলিকাতা, ২০০২, পৃ. ১৬০]

১১। জীবেশচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

সুতরাং, লিখলে বুঝতে হবে : F_υ = প্রাপ্তিযোগের কথা হচ্ছে; B = প্রাপ্তিযোগ অযাচিত সাহায্য হিসাবে এসেছে; a = সতর্কবাণী/নিষেধাজ্ঞা আছে।

৪.৫. প্রয়োগ (F_δ)

৪.৫.১. প্রতিপক্ষকে বশীভূত বা চিত করার প্রশ্নে প্রাপ্তিযোগের মাধ্যমে যতটুকু 'পাওয়া' ততটুকুরই সম্যক ব্যবহার। অন্যভাবে বললে 'যাদুছড়া' হাতে পেলে তার প্রয়োগ অবসম্ভাবী নচেৎ F_υ ও F_δ উভয়ই অবান্তর। যাদুদ্রব্য নায়ক/নায়িকার হস্তগত হলে F_δ হবে গঠনমূলক (Positive) কেননা তা সমাজ রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করবে। কিন্তু যদি উল্টোটা হয় অর্থাৎ যাদুদ্রব্য খলনায়ক/নায়িকা হাতিয়ে নিয়েছে তখন প্রয়োগ ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনা; অতএব ধ্বংসাত্মক (Negative)। অতএব 'প্রকার' দুটি (A – B)।

A = গঠনাত্মক; এর 'বিকল্প' দুটি (a – b)।

a = যখন মুখ্য নায়ক প্রাপ্ত দ্রব্যের প্রয়োগ করছে,

b = যখন প্রকৃত বা দ্বৈরথে অবতীর্ণ নায়ক/নায়িকা ব্যবহার করছে।

B = ধ্বংসাত্মক; 'বিকল্প' পাইনি।

সুতরাং, $F_\delta B$ লিখলে বুঝতে হবে : খল-নায়ক/নায়িকার হস্তগত যাদুদ্রব্যের ধ্বংসাত্মক প্রয়োগ।

৪.৬. কর্মফলভোগ (S_β)

৪.৬.১. S_β তে যে ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়ের বিচার তা সম্পূর্ণরূপে একটি কৃষ্টিগত চেতনা। কোন কর্মটি ঠিক কোনটিই বা বেঠিক তা নির্দ্ধারণ করার নির্দিষ্ট নিয়মটি প্রবাহিত জনজীবনের জঙ্গমতায় তার বিমূর্ততায় দ্রবীভূত; সুতরাং সংশ্লিষ্ট মানসযুক্তিটির স্থানাঙ্ক নির্ণয়ের সম্ভাবনা দূর অস্ত। এইভাবে অর্থহীন পাঁচমেশালি ছড়া কেটে রাজকন্যাকে 'বোকা বানানো' কোন নির্দিষ্ট কৃষ্টিগত চেতনায় 'জয়' হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। প্রকার' দুটি (A – B); 'বিকল্প' আছে। অতএব,

A = সাফল্য; বিকল্পগুলি : a = রাজকন্যা লাভ/বউ লাভ

b = দরিদ্রের অভাবমোচন/দেনার দায় থেকে মুক্তি,

c = রাজত্ব ফিরে পাওয়া

আবার, সাফল্য যখন নায়কের তখন স্থায়ী (1); খল-নায়কও অবস্থাভেদে সাফল্যের ভাগিদার হতে পারে, তবে তা অস্থায়ী (2)।

B = অসাফল্য, বিকল্পগুলি : a = পলায়ন,

b = মুখোশ খুলে পড়া,

c = সামাজিক সম্মানের অবক্ষয়,

d = পরাজয়।

সুতরাং, $S_\beta Ac_1$ লিখলে বুঝতে হবে : S_β = কর্মফল ভোগ; A = সাফল্য;C = সাফল্য অর্থে রাজত্ব ফিরে পাওয়া; আবার (1) = স্থায়ী সাফল্য।

৪.৭. লোকপ্রস্তাব ($S\upsilon$)

৪.৭.১. এক অর্থে 'ভাদু-কথা'। ক্লেশকর জীবনযাত্রার বারমাস্যার বিপরীত বিন্দুতে দাঁড়িয়ে নতুন করে ঘর বাঁধার স্বপ্ন। হয়ত এর সঙ্গেই মিলমিশ খেয়ে থাকে কোন দূরাগত ইউটোপিক সমাজ ব্যবস্থার পূর্বিতার কল্পনা। আবার কাহিনির লোকপ্রস্তাব তখনই সর্বার্থসার্থক যখন তা 'লোকশিক্ষা'। 'প্রকার' তিনটি $(A-C)$; 'বিকল্প' আছে। অতএব, A = সামাজিক সম্মতি দান; বিকল্পগুলি (a – d) :

a = অনিষ্টকারীর হেনস্থা করা এবং তার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অভাবমোচন করা,

b = সন্তানহীনের সন্তান পাওয়া,

c = বড়লোকের জামাই হওয়া/আইবুড়োর বিয়ে,

d = হারানো সন্তান ফিরে পাওয়া।

B = সামাজিক দন্ডদান; বিকল্পগুলি (a – b) :

a = লম্পট/ব্যাভিচারিনী/দুষ্ট বিমাতার মৃত্যু,

b = উচ্চবর্গের পিছু হটা এবং তার সামাজিক প্রতিপত্তির অবক্ষয়।

c = সমাপ্তি ঘোষণা; বিকল্পগুলি (a – c) :

a = লোকশিক্ষা; (1) = অধর্ম ও পাপের শাস্তি,

(2) = পুণ্য ও সততার পুরস্কার,

(3) = সামাজিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা,

(4) = বুদ্ধিবিদ্যার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ।

b = কৃষ্টিগত বিশ্বাস/ধারণার পুন: প্রতিষ্ঠা।

c = 'প্রবাদবাক্য' আওড়ে কাহিনির চরিত্রগুলির বিশেষত নায়ক, খল-নায়কদের স্ব-স্ব কর্মফলের কার্য-কারণ সূত্রের ব্যখ্যা।

অতএব, লিখলে বুঝব : $S\upsilon =$ লোকপ্রস্তাব; B = সামাজিক দন্ডদান; a = দুষ্ট বিমাতার মৃত্যু; $S\psi BaCa_{34}c$

C = সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে; a_{34} = লোকশিক্ষা দিতে গিয়ে বলা হচ্ছে (3) = সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা পেল, (4) = বুদ্ধিবিদ্যার জয় হল; C = একটি প্রবাদবাক্য আওড়ে কাহিনিটি শেষ করা হল।

৫.০. গল্পাণু ও ধ্রুবপদের পুনরাবৃত্তি

৫.১. কথাঅঙ্গে থাকতে পারে একাধিক ক্ষুদ্র গল্প যেগুলি স্বাধিকারে এক একটি নিটোল গল্প। এ গুলি গল্পাণু (Moves) যারা পরস্পর শৃঙ্খলিত হয়ে কথাঅঙ্গের জটিল বুনটটি তৈরি করে। এদের প্রত্যেকের নিজস্ব থাকতে পারে বা নাও পারে। অনেক সময় গল্পাণুগুলির S_υ ও কথাঅঙ্গের S_υ সদৃশ হয়। কোন গল্পাণুতে কথাঅঙ্গের সাতটি $(S_\alpha \rightarrow S_\upsilon)$ উপাদান থাকতে পারে আবার নাও পারে। 'ধরতাই'-এর সুবিধার জন্য গল্পাণুর উপাদানগুলিকে বন্ধনী [= ()]-র মধ্যে দেখান যায় অর্থাৎ কোন গল্পাণুতে উপাদান হিসাবে $S_\alpha, F_\alpha, F_\upsilon$ ও S_υ থাকলে লিখব $(S_\alpha + F_\alpha + F_\upsilon + S_\upsilon)$। কখন কখন একক শ্রোতা বা শ্রোতামণ্ডলীর মনোযোগ বাঁধনার জন্য বা কথকথায় বৈচিত্র আনার জন্য কোন আস্ত গল্পাণু অথবা কতকগুলি উপাদানের সমবায় (Cluster) অথবা একক কোন উপাদান ঐ কাহিনির ধ্রুবপদ হিসাবে বারংবার কথাঅঙ্গের মূলস্রোতে ফিরে আসতে পারে অর্থাৎ পুনরাবৃত্তি (Repetitions) দেখাতে পারে। ঐ পুনরাবৃত্তিকে একটি গাণিতিক রাশিমালা হিসাবে দেখান যায় অর্থাৎ $R_i\{W\}$; যেখানে W = নির্দিষ্ট ধ্রুবপদটি এবং i = 1, 2, 3.....n. অতএব, উপরের গল্পাণুটির যদি তিনবার পুনরাবৃত্তি ঘটে তবে লিখব : $R_3\{(S_\alpha + F_\alpha + F_\upsilon + S_\upsilon)\}$।

৬.০. কথাঅঙ্গের গাণিতিক মডেলটির প্রয়োগ

৬.১. মেদিনীপুরের তিনটি লোককথাকে নমুনা হিসাবে নেওয়া হয়েছে এবং গাণিতিক মডেলটির সাহায্যে প্রত্যেকটির কথা অঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছে। অধিকাংশ কথা অঙ্গেই গল্পাণুনেই; শুধু একটিতে দুইটি পেয়েছি।

৬.১.১. ১ম গল্প ঃ এক গরিব ঘটককে গেরস্ত মেয়ের জন্য পাত্র ঠিক করতে বলল। ঝোপের আড়াল থেকে তা শুনে বাঘ বললে, ভয় পাবে না, আমার জন্য একটা বউ যোগাড় করে দিতে হবে। যতটাকা চাও দেবো! তখুনি কিছু না বলে ঘটক আগে বৌয়ের সাথে কথা বলল। বউ বুদ্ধি দিল যে বাঘকে গিয়ে তুমি বল তাই হবে তবে পঞ্চাশ

টাকা আর এক ভাঁড় মিষ্টি চাই। বাঘ ময়রার দোকানে গিয়ে হুঙ্কার দিতে সে প্রাণ নিয়ে পালাল। বাঘ তার টাকা মিষ্টি নিয়ে ঘটককে দিল। এই ভাবে গরুরগাড়ি বোঝাই কাপড়ের গাঁট যোগাড় হল ইত্যাদি। এরপর ঘটক বললে একহাজার টাকা দিলে বউ দেখাতে নিয়ে যাবে। বাঘ তাও এনে দিল। বেচারা ঘটক এবার কি করে? বউ বুদ্ধি দিল যে বাঘকে বল তোমার হবু বউ একে ছোট তায় মেয়েমানুষ। তোমাকে দেখে যাতে ভয় না পায় তাই তুমি নিজে নিজেই বস্তার মধ্যে ঢুকে থাক। এইভাবে কৌশলে বাঘকে বস্তার মধ্যে ঢুকিয়ে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হল। জ্ঞান ফিরতে বাঘ চেঁচাবে বাঁচাও বাঁচাও বলে। নদীর ধারে এক বাঘিনী ঘুরছিল। সে বস্তাটিকে টেনে ডাঙ্গায় তুলবে; সব শুনবে আর তারপর বলবে তারও বর যোগাড় হয়নি। এই ভাবে বাঘ-বাঘিনী জোড় বাঁধবে।

৬.১.২ এই গল্পটিতে দুটি গল্পাণু;আবার ধ্রুবপদের পুনরাবৃত্তিও আছে।

১ম গল্পাণু :

: [এক গরিব ঘটককে গেরস্ত মেয়ের জন্য পাত্র ঠিক করতে বলল]; অতএব, S_α = কাহিনি/গল্পের এটি আদরা; A = সংসার জীবনের দৈনন্দিন বারমাস্যার কথা বলা হচ্ছে; a = [স. অ.] এবং (1) = দারিদ্র; B = কাহিনির চরিত্রের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে এবং a = নায়ক অর্থাৎ গরিব ঘটক।

: নেই।

$+F_\beta BD$: [ঝোপের আড়াল থেকে.....বাঘ বললে বউ যোগাড়.....নিজের (= ঘটকের) বউ বুদ্ধি দিলে]; অতএব, F_β = মোকাবিলাকরণ; B = খলনায়ক; D = সহায়ক (=বউ)। (a, b) নেই।

$+F_\upsilon A$: [বউ বুদ্ধি দিল]; অতএব, F_υ = প্রাপ্তিযোগ; A = বুদ্ধিপাওয়া। (a – b) নেই।

: [ঘটক বৌয়ের বুদ্ধি নিয়ে বাঘকে বোকা বানিয়ে ময়রার দোকান থেকে টাকা-মিষ্টি আনিয়ে নিচ্ছে]; অতএব, F_δ = প্রাপ্তবুদ্ধির প্রয়োগ; A = গঠনাত্বক/ গঠনমূলক কেননা লোভী, অধিকতর শক্তিশালিকে কাজে লাগিয়ে গরীবের অভাব মোচন হচ্ছে; a = মুখ্য নায়ক ঘটক নিজেই বুদ্ধির প্রয়োগ করছে। বুদ্ধিদাত্রী (= বউ) যবনিকার অন্তরালে।

: [বাঘের কাছ থেকে যা গুছিয়ে নেওয়া যায় তাই নিয়ে তাকে বস্তায় ঢুকিয়ে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া ইত্যাদি]; অতএব, S_β = কর্মফল অর্থাৎ বিপদের দিনে মাথা খাটিয়ে ছিলে তাই ফল পাচ্ছ; A = সাফল্য কেননা বাঘ একেবারে লেজেগোবরে; b = দরিদ্র ঘটকের অভাব মোচন; (1) = স্থায়ী সাফল্য।

: S_υ = লোকপ্রস্তাব; A = সামাজিক সম্মতি থাকা, a = অনিষ্টকারীকে হেনস্থা করা অর্থাৎ অনিষ্টকারীর হেনস্থা করলে তাকে সামাজিক সম্মতি থাকবে; B = সামাজিক দণ্ডদান, b = উচ্চবর্গ (= বাঘ)-এর পিছু হটা; C = সমাপ্তিঘোষণা, a_{34} = লোকশিক্ষাটি এই যে বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ এবং তা দিয়ে সামাজিক ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই কাহিনিতে C_b এবং C_c উহ্য।

এই কাহিনিতে (= ধ্রুবপদ)-এর তিন বার (n = 3) পুনরাবৃত্তি হয়েছে। প্রথমবার ময়রার টাকা মিষ্টি, দ্বিতীয়বার কাপড়ের গাঁট এবং শেষবার এক হাজার টাকা বাঘ নিজের বলবীর্যকে কাজে লাগিয়ে গরীব ঘটককে এনে দিচ্ছে। সুতরাং, পুনরাবৃত্তির রাশিমালাটি হল : $R_3\{(F_\delta Aa)\}$ । কাহিনির নটে গাছটি এখানেই মুড়োতে পারতো কিন্তু গল্প গড়াচ্ছে; এইবার বাঘ-বাঘিনীর গাঁটছড়া বাঁধার পালা।

২য় গল্পাণু :

: (বাঘ নিজের বোকামির কারণে [স. অ.]-য় পরেছে; সেই আবার এই গল্পাণুর নায়ক); অতএব, S_α = আদরা; A = দৈনন্দিন বারমাস্যা; a = [স. অ.] এবং (3) = বোকামি; B = চরিত্রের পরিচয়, a = নায়ক।

: নেই।

$+F_\beta A$: [বাঘিনী বাঘকে বস্তা থেকে উদ্ধার করছে]; অতএব, F_β = মোকাবিলাকরণ; A = ত্রাতা বা উদারকারী বাঘিনী। (a, b) নেই।

: F_υ = প্রাপ্তিযোগ; B = বাঘ বাঘিনীর কাছ থেকে অযাচিত সাহায্য পায়। (a – b) নেই।

: তু. ১ম গল্পাণু।

$+S_\beta Aa_1$: ঐ। শুধু, a = বউ (= বাঘিনী) লাভ।]

$+S_\beta Ac$: ঐ। শুধু, Ac = দুই আইবুড়োর শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল এবং তাতে সামাজিক সম্মতি আছে।

অতএব, কথাঅঙ্গ -১ = $(S_\alpha Aa_1Ba + F_\beta BD + F_\upsilon A + F_\delta Aa + S_\beta Ab_1 + S_\upsilon AaBbCa_{34}) +$

।

৬.১.৩. ২য় গল্প : রাজকন্যা পণ করেছে, যে তাকে কথায় হারাতে পারবে তাকে বিয়ে করবে, না পারলে জেল হবে। কেউ হারাতে পারে না, অনেকেই জেলে যায়। এমন সময় এক গেরস্তের বাতুয়া বাগাল গরু নিয়ে যাচ্ছে। একটি বাচ্চা কাঁড় মারতে তার পায়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল। তার মনে এল কথা -ঘরলে বাহিরাল নর/চেঙাতলে গেল শর। এই ভাবে চোখের সামনে যা দেখল (= মাকড়সা, মোষের মাথার খুলি, ছোট পাখি, পুঁটিমাছ ইত্যাদি) তাই মনে মনে জুড়ল। সবটা জুড়তে তার মহা আনন্দ। ছুটল রাজকন্যার কাছে। গিয়ে বলল আমি কথা বলব উত্তর দিতে হবে। ছড়াটি হল —

ঘরলে বাহিরাল নর/চেঙাতলে গেল শর।
জলকে শুভ দিচ্ছে চাষা/আঁখির ভিতর পাখির বাসা।
চরে গড়িয়ার পিঠে নিগড়িয়া/তাকে নি গেল দুগড়িয়া
এককে দুই নাইত নয়ে দশ।

রাজকন্যা হতভম্ব। কোন কথা বুঝতে পারল না। তখন বাতুয়া হয়ে গেল রাজার জামাই।

৬.১.৪. এই গল্পটিতে কোন গল্পাণু বা ধ্রুবপদের পুনরাবৃত্তি নেই, অতএব,

$S_\alpha Ab_{12}c_{12}Ba$: S_α = আদরা; A = দৈনন্দিন বারমাস্যা; b = [না. অ.], (7) = গরু বাগালি করতে যাওয়া, (2) = ইচ্ছাপুরণের স্বাদ; C = [প. অ.], (1) = রাজকন্যাকে পাওয়ার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, (2) = উচ্চবর্গের প্রতিনিধিকে বোকা বানাতে ছক কষা। B = চরিত্রের পরিচয়, a = নায়ক, এখানে বাতুয়া বাগাল।

: F_α = নিশ্চিন্ত প্রাত্যহিকির মনস্তাত্ত্বিক গন্ডীর বাইরে বেরুনো কেননা আজ বিদুষী রাজকন্যাকে তর্কে (= কথায়) হারাতে ছড়া গাঁথতে হবে; A = সতর্কবাণী আছে (= না পারলে হাজত বাস অর্থাৎ 'নাইত নয়ে দশ')।

$+F_{\beta}D$: F_{β} = বাতুয়ার মোকাবিলা করণ; D = সহায়ক অর্থাৎ কাঁড় মারতে যাওয়া সেই বাচ্চাটি বাতুয়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে গেল বলেই না বাতুয়ার মনে কথা এল নাই 'নয়ে দশ' হতই অর্থাৎ হাজতে এক বাসিন্দা বাড়ত অর্থাৎ বাতুয়ার জেল হত।[১২] (a, b) নেই।

$+F_{\upsilon}A$: F_{υ} – ঐ। A = টঙ্ সময়ে বাতুয়ার মাথা খেলে গেছে। (a, b) নেই।

: তু. ১ম গল্প।

$+S_{\beta}Aa_1$: তু. ১ম গল্প; ২য় গল্পাণু।

$+S_{\upsilon}AcBbCa_4$: S_{υ}-ঐ; A-ঐ; C = বড়লোকের জামাই হওয়া; B = সামাজিক দণ্ডদান, B = অহঙ্কারী, বিদুষী রাজকন্যার পরাজয় স্বীকার, Ca_4 = ঐ।

অতএব, কথাঅঙ্গ -২ = $S_{\alpha}Aa_{12}C_{12}Ba + F_{\alpha}A + F_{\beta}D + F_{\upsilon}A + F_{\delta}Aa + S_{\beta}Aa_1 + S_{\upsilon}AcBbCa_4$ ।

৬.২. ইয়াংলিন (Yanglin)-এর গল্প : একটি চৈনিক লোককথা

৬.২.১. গল্পটির ইংরিজি তর্জমা[১৩] যেমন ভাবে হাতে পেয়েছি হুবহু তাই তুলে দিলাম যা করে এই প্রবন্ধের লক্ষ্যপাঠক' নিজেই স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে পূর্বোক্ত বাতুয়া বাগালের গল্পটির সঙ্গে তুলনা করতে পারেন। তুলনার প্রয়োজন নচেৎ লোককথার পর্যালোচনাকালে অবয়ববাদীরা যে লোকায়ত ধ্রুবক (Invariance)-এর প্রসঙ্গ টেনে আনেন, কথাঅঙ্গের এই গাণিতিক মডেলটির সাহায্যে তার প্রমাণ বা অপ্রমাণ কিছু সম্ভব হবে না। গল্পটি :

During the liu Sung Dynasty, in a temple at Chiao Hu, there was a jade pillow with a crack on it. Oneday, Yang lin, a merchant of Shan Fu, went to the temple to pray. The temple priest asked him, 'Would you like to have a good marriage? Lin answerd, 'Very much so !', The prist conducted him to the pillow, whereupon Lin Crawled into the crack. There he found painted halls and gem studded chambers and met the Minister of War Chao, who gave Lin his daughter in marriage. Six sons were to him and they all become scribes in the imperial secretariat. For several decades he lived there and had no thought of returning. Then he suddenly woke up and found himself by the pillow as before. He was greatly moved by his experience.

কাহিনিটিতে কোন গল্পাণু নেই, নেই কোন ধ্রুবপদের পুণরাবৃত্তি। এবার, আমাদের প্রস্তাবিত মডেলটির সাহায্যে কাহিনিটির কথা অঙ্গের নির্মাণ প্রয়োজন।

৬.২.২. $S_{\alpha}Aa_2Ba$: S_{α} = ঐ; = ঐ; Ba = ঐ।

: তু. বাতুয়াবাগাল।

১২। বাতুয়া বাগালের $F_{\beta}D$ মোটেই কোন 'সহজিয়া' অনুভব নয় বরং বেশ জটীল; অন্যভাবে বললে 'বহুমাত্রিক'। এই প্রবন্ধের পরবর্তী অধ্যায়ে যখন এই গল্পটির সঙ্গে একটি চৈনিক লোককথার তুলনা করব তখন সমস্যাটা তুলে ধরতে পারব।

১৩। দ্র. Chang. Han-liang, The Yang Lin Story Series; A Structural Analysis, New Asia Academic Bulletin, vol 1. (Hong Kong, 1978), পৃ. ১৯৭।

$+F_\beta D$: তু. ঐ। শুধু বাতুয়ার গল্পে 'পায়ের ফাঁক'-এর জায়গায় এ গল্পে এসেছে বালিশের ফাটল (Crack)।[১৪] (a, b) নেই।

$+F_\upsilon B$: F_υ = ঐ; B = অযাচিত সাহায্য কেননা বালিশে মাথা রাখলেই 'ফাটল' নিয়ে যাবে বা যেতে সাহায্য করবে আকাঙ্খিত দ্রব্যাদি কাছাকাছি। A = বুদ্ধির ব্যবহারের প্রয়োজন নেই কেননা পুরোহিত (priest) কৌম-চেতনার মতই সামাজিক অভিভাবক (Social Guardian) -এর দায়িত্ব পালন করছে। (a, b) নেই।

: তু. বাতুয়া বাগাল।

$+S_\beta Aa_1$: তু. ঐ।

$+S_\upsilon$: নেই।[১৫]

এতএব, কথাঅঙ্গ —৩ $= S_\alpha Ab_2 Ba + F_\alpha A + F_\beta D + F_\upsilon B + F_\delta Aa + S_\beta Aa_1$

৬.২.৩. কথাঅঙ্গ (২,৩)-এর সমীকরণদ্বয়ের রাশিমালাকে উপর নিচে রেখে তুলনা করলে অঙ্গসজ্জা (Structure) গত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য উভয়ই নজরে পড়বে। সেক্ষেত্রে যেখানে 'সাদৃশ্য' সেখানে '+', চিহ্ন এবং যেখানে বৈসাদৃশ্য, সেখানে, '–' চিহ্ন দিয়েছি। অতএব, উপরে কথাঅঙ্গ -২ এবং নিচে কথাঅঙ্গ-৩ এর রাশিমালা বুঝতে হবে। নিচের টেবিলটি দেখুন।

$S_\alpha Ab_{12}C_{12}B_a$	$F_\alpha A$	$F_\beta D$	$F_\upsilon A$	$F_\delta A\ a$	$S_\beta\ A\ a_1$	$S_\upsilon A_c BbC_{a4}$
+ + − + + +	+	+	+	+ +	+ +	−
$S_\alpha Ab_2 - B_a$	$F_\alpha A$	$F_\beta D$	$F_\upsilon B$	$F_\delta A\ a$	$S_\beta\ A\ a_1$	−

তেবিল —১ ক্ষুদ্র কথা অঙ্গ (২,৩) -এর অঙ্গসজ্জাগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের তুলনা

৬.২.৪ '+' চিহ্নের সংখ্যাধিক্য অঙ্গসজ্জাগত সাদৃশ্যের কথাই বলে। গুটিকয়েক লোককথাকে নমুনা হিসাবে বেছে নিয়ে তাদের মধ্যেকার তুলনামূলক আলোচনায় যদিও বা কোনো সাদৃশ্য ধরা পড়ে তা নিয়ে চটজলদি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এক অর্থের 'নাগরিক বাচালতা'; আমি সে অপচেষ্টা করবোওনা এখানে। তবে, যুক্তি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করতে

১৪। বাতুয়া বাগালের কাহিনীটির আর একটি সংস্করণ পাওয়া গেছে কাঁথি অঞ্চলে। সেখানে পার্থক্যটা হল নায়ক কামিনের ছেলে বাগাল বাতুয়া ঘর থেকে বেরিয়েই যেই 'ধনুকে শর মারে' তখন ছড়া গাঁথা শুরু (= টঙ সময়ে মাথা খেলে যাওয়া/ মনে কথা আসা?) তিনটি ক্ষেত্রেই ফাঁক/ফাটলটি স্বপ্নের রাজ্যের প্রবেশদ্বার। নিচে ছবিটি দেখুন :

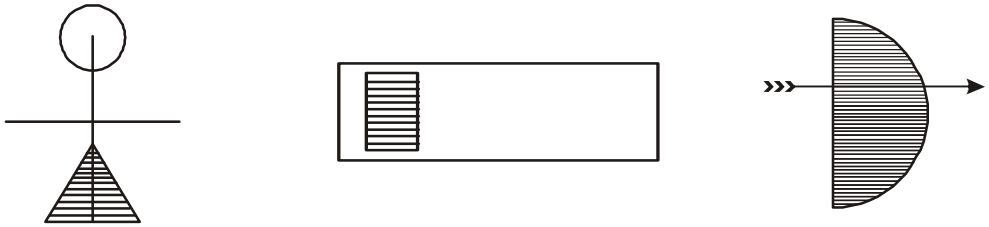

এখানে, (ক) = বাতুয়া পায়ের ফাঁক (কথাঅঙ্গ-২); (খ) = বালিশের ফাটল (কথাঅঙ্গ-৩) এবং (গ) = ধনুকে ফাঁক (কাঁথি অঞ্চলের বাগাল কাহিনী)। বাতুয়ার কাহিনীগুলি পাবেন : জীবেশচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪

১৫। 'নেই' লিখেছি কারণ এই প্রবন্ধে যে মডেলটির প্রস্তাবনা হয়েছে সেটির F_δ র নিরিখে ইয়ং লিনের গল্পের F_υ নির্মাণ করা গেল না।

থাকবো যে কথাঅঙ্গের মডেলটিকে দিয়ে চৈনিক লোককথাটির S_υ [সা.উ.] নির্মাণ করা গেল না কেন? এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক অনুভবটি আমরা সিস্টেম থিওরি থেকে নেবো।

৭.০. আদিম গ্রাম-কথা এবং সর্বত্রগামী পরাবাস্তব কল্পনা

৭.১. প্রতিটি লোককথার কাহিনী এক একটি প্রতিবেদন। তাতে থাকে বিনির্মাণের ইশারা; শতাব্দিযায়ী তাৎপর্যের বিপুল নৈঃশব্দ্য S_υ [সা.উ.] পরিসরে বাঙ্ময় হয়ে উঠতে চায়। রূপক ও সংকেতের মিলনমিশ্রণগত অততি-বিততিতে নিবিড় এক অভিধা লক্ষ্যশ্রোতার কাছে চিহ্নায়ক-খচিত যাত্রাপথ উন্মোচিত করে। কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সতর্ক অভিনিবেশ অটুট রাখতে হয় আমাদের কেননা বয়ান বদলে বদলে যাচ্ছে; জীবনকে যাঁরা 'ঝাঁপানের' মুক্তগদ্য-আকল্পে আবিষ্কার করেন তাঁরা জানেন কথা-কাহিনিতে 'আজীবন যে জীবনযাপনের' দ্যোতনা সেখানে শাশ্বত ঘটনাক্রম নিষিদ্ধ। আছে শুধু 'যাদুবাস্তবতা'। তাই আমাদের ভিত্তি খুঁড়ে খুঁড়ে, সম্ভব-অসম্ভবের জলবিভাজনরেখা মুছে দিতে দিতে এগিয়ে যেতে হবে এবং লোকায়ত সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গে কল্পনা করে নিতে হবে যে S_υ, এই খসড়ায় প্রস্তাবিত গাণিতিক মডেলটির অপর ছয়টি (অর্থাৎ, $S_\alpha \to S_\beta$) উপাদানের সঙ্গে কোনো সরলরৈখিক সম্পর্কের বিপরীতে এক বহুতলীয় সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকে। নিচের ছবিটি আপনাকে সক্রিয় পর্যবেক্ষণে সহায়তা করতে পারে।

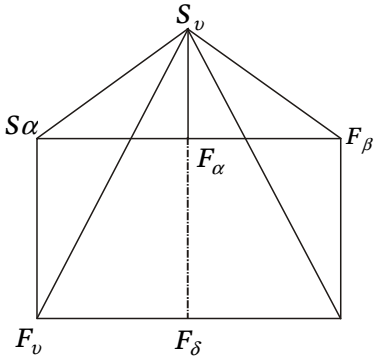

কথা-কাহিনীর আপন অন্তর্জীবন আছে; আছে ক্রমবিকাশ। তা শুধু আত্মিক নয়—সে যেন 'নিত্যই নিজেকে লিখে চলে'। এইভাবে সমুদ্রগর্ভে নাম-না-জানা কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত জেগে ওঠে 'বৈকল্পিক অপর'-এর ভাবনা। তাই লিখলাম, S_α, S_β প্রভৃতি সর্বদাই পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় নিয়োজিত এবং এই সক্রিয়তার আততি-বিততির কোনো বিন্দুতে তাৎক্ষণিক ভাবে নির্মাণ হয় S_υ-র দ্যোতনা। কিন্তু তা চিরস্থায়ী নয়; সৃষ্টির পরেই বিনির্মাণের নিশিডাকে ছড়িয়ে পড়তে চায় S_α, S_β দের মধ্যে। এইভাবে নির্মাণ-বিনির্মাণ প্রক্রিয়া চলতে থাকে;তৈরি হয় যাদুবাস্তবতার বহুবিচিত্র ছদ্মবেশের নির্মোক।

৭.২. আমার লিখন-বিশ্বের চরিত্রগুলি (উদা. ৬.২.৩. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'টেবিল' অথবা ৭.১. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত 'ছবি' অথবা ৩.১. অনুচ্ছেদে কথা অঙ্গের প্রস্তাবিত গাণিতিক মডেল ইত্যাদি) ক্রমশই হয়ে উঠছে আমার 'শিক্ষাগুরু' অতএব আমি তাদের 'শিক্ষার্থী'। তাই লোকায়ত বীক্ষার বহুস্বরিক উপস্থিতি যেন এক 'স্বপ্নসন্ততিদের সাথে'। তাই মহান পর্তুগীজ কবি ফারনান্দো পেশোয়া[১৬]-র মত ভিন্নধর্মী প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে ইচ্ছা করে : একাধিক আত্মা আছে আমার; অনেক 'আমি' আছে যা আমার নিজস্ব বৃত্ত বহির্ভূত। এদের সবার সম্পর্কে উদাসীন আমি, তবু রয়েছে আমার অস্তিত্ব। এদের ঢেকে দেই নৈঃশব্দে; শুধু আমি কথা বলি। একটু আগেই লিখেছিলাম প্রভৃতি উপাদানের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার যাদুবাস্তবতা যাকে লোকায়তবীক্ষার বহুস্বরিক উপস্থিতির আদলে কল্পনা করেছি। তারপর, যখন এই বহুস্তরান্বিত এই পাঠকৃতির ভেতরে প্রবেশ করেও মনে হয়েছে যে চিহ্নায়িত বয়ানের ইশারা অনধিগম্য রয়ে যাচ্ছে, আমাদের পাঠ সীমাবদ্ধ থাকছে এই খসড়ায় প্রস্তাবিত গাণিতিক মডেলটির বহিরঙ্গে তখন লিউইন-এর টোপোলজিকাল সাইকোলজি পড়ছি এবং ক্রমশ হয়ে উঠছি সিস্টেমিক। অতঃপর, সর্বত্রগামী এক পরাবাস্তব কল্পনালোকে ক্রমশই বিধৃত হতে হতে অনুমান করছি যে নির্দিষ্ট সমাজ বাস্তবতা (যা যাদুবাস্তবতার রূপক ও সংকেতের দ্যোতনায় স্বাভাবিক ছন্দে মিলনমিশ্রিত থাকার কারণে নিবিড় এক পরাপাঠ তৈরি করে)-র ঘটনা-সংস্থানে S_α, S_β প্রভৃতি উপাদানগুলির মধ্যেকার সক্রিয়

১৬। মৃত্যুর সতেরো দিন আগে কবি, রিকার্ডো রেইস ছদ্মনাম নিয়ে লিখেছিলেন, Legion Live in US কবিতাটি। আংশিক বাংলা তর্জমা সমেৎ কবিতাটি আবিষ্কার করি সোনারপুর (দ. ২৪ পর.) নিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রী শান্তিকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যক্তিগত পুস্তক-সংগ্রহ থেকে। ঐ কবিতাটি থেকে আমি যাদুবাস্তবতার পাঠ নিই এবং আপন মনে গড়ে তুলতে থাকি 'বৈকল্পিক অপর' সংক্রান্ত ভাবনা সূত্রগুলি যা অনেকাংশে এই কথা বলা যে প্রতিফলিত। সুতরাং, কবিতাটি হদিস পাওয়ার ব্যাপারে শ্রী রায়চৌধুরীর কাছে আমি ঋণী।

মিথস্ক্রিয়ার কোনো এক অধ্যায় অনস্বীকার্য এক ধূলিধূসর অনুঘটন [১৭] প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়; নির্মাণ করে কোনো লোককাহিনীর S_v-র দ্যোতনা যা আততি বাস্তব না অধিবাস্তব তা বড় কথা নয়— বড় কথা এই যে আখ্যানের বহুস্বরিক তাৎপর্যের অন্যতম এই বার্তা লোককাহিনীতে বিধৃত তথ্য ও সত্যের চিরাগত অর্থ -সম্পর্ক-ব্যবধানকে অবান্তর করে দেয়। S_v যে প্রকাশমান অর্থসংযুক্তির কথা বলে তা 'প্রসঙ্গ' নির্ভর এবং তার 'মাত্রা' আছে। সুতরাং মাত্রা ভেদে ভিন্ন অর্থ সংযুক্তির সম্ভাবনা। এই জন্যই যে যে সামাজিক প্রসঙ্গগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে কথাঅঙ্গ-মডেলের S_v-র অবয়বটি গড়ে তোলা হয়েছিল তার নিরিখে চৈনিক লোককথাটির S_v নির্মাণ করা যায়নি। এর কারণ, মূল গাণিতিক সমীকরণটিকে রৈখিক বা একমাত্রিক কল্পনা করা হয়েছে। কিন্তু ধূলিধূসর অনুঘটন প্রক্রিয়ার জন্য স্পেস্ তৈরি করতে হলে সমীকরণটিকে হতে হবে বহুতলীয়-বহুমাত্রিক। বাংলালোককথার আখ্যানবিশ্বে বিশেষত কাহিনীর অঙ্গসজ্জাগত আলোচনায় স্পেস্ভাবনার অসম্পূর্ণতাকে এই খসড়া প্রস্তাবে যে গাণিতিক মডেলটির কথা বলাহয়েছে তার সীমাবদ্ধতা ধরতে হবে।

৮.০. উপসংহার

৮.১. মানব সমাজের কথা বলা ও কথা শোনার আগ্রহ চিরন্তন। মানুষ প্রতিবেশীকে জানার আগ্রহ বিস্তৃত করে বিশ্বরহস্যের উপলব্ধিতে অগ্রসর হতে চেয়েছে। সেই প্রাচীনকালেই সমাজের বয়োবৃদ্ধজনেরা শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের কাছে তাদের সারাজীবনের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরতে চাইত। আবার, লোককথাকে কেবলই শিশু মনোরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে ফেলে রাখা ঠিক নয়।[১৮] লোককথার সামাজিক তাৎপর্য এইখানে যে তা এক গোষ্ঠীগত নির্দিষ্ট কৃষ্টিনির্ভর কৌমচেতনা; কথক ও শ্রোতাবৃন্দের একই কোমবদ্ধ জীবনযাপনে গ্রহিত, বিধৃত সুতরাং বাগর্থ সেখানে নির্দিষ্ট সামাজিক 'থাক'-এ সম্পৃক্ত ঃ অতএব, বিশ্বাসযোগ্য।[১৯]এই 'বিশ্বাসযোগ্যতা' হারাতে শুরু করল যখন 'কথ্য' সংগ্রাহকের 'সংগ্রহ'-এর তাগিদে 'লেখ্য' হতে শুরু করল। সংগ্রাহক 'যেমন শুনেছেন তেমন লিখেছেন, সেইমত ছাপিয়েছেন' এমনটা হবার যো

১৭। একটি কাল্পনিক দৃশ্যপট গড়ে তোলা যাক। আপনি সুতাহাটা বাজারে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রতিদিনের কোলাহল মুখর এক বিশেষ জীবনযাপন এই বাজার-এক অর্থে এক বিশেষ 'মানবজমিন'; সমান্তরাল অন্য কোনো বাস্তববোধে এক বিশেষ 'মানব বন্ধন'। দোকানিরা পসার সাজিয়ে বসেছেন, দূরদূরান্ত থেকে মানুষজন আসছেন যাচ্ছেন; বেচাকেনা চলছে। এই দৈনন্দিন বারমাস্যা আপনার পর্যবেক্ষণে 'এক চেনা ছকের ছবি' এরই মধ্যে ছোটবড় যানবাহনও চলছে; কর্তব্যরত পুলিশকর্মচারী ট্রাফিক কন্ট্রোল করছেন। এই দৃশ্যপটে কোনো নতুনত্ব নেই কেননা বাজারের উপাদানগুলি (যেমন, দোকানি; প্রাত্যহিক বেচাকেনা; যানবাহন; পথচারী; ট্রাফিক কন্ট্রোলিং প্রভৃতি) নিজেদের মধ্যে চেনাছকের মিথস্ক্রিয়ায় নিয়োজিত অর্থাৎ বীজগণিতিক চুক্তিতে যখন, A>B; B>C; তখন, অবশ্যই A>C। কিন্তু একদিন ঐ বাজারি জীবনযাপনে সম্পূর্ণ অন্য এক সামাজিক প্রসঙ্গ তার নিজস্ব 'মাত্রা' নিয়ে উপস্থিত হল। স্থানীয় বিদ্যালয়ের কচিকাঁচার দল 'পরিবেশ দিবস' পালন উপলক্ষে, ঐ বাজারের মধ্যে দিয়ে যে পথ চলে গেছে, তার উপর দিয়ে 'প্যারেড' করতে করতে চলতে থাকল। সামনের মাইকে ক্রমাগত ঘোষণা চলছে অমুক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অমুক দিবস পালন করছে: আপনারা প্যারেডটিকে এগিয়ে যেতে সাধ্যমত সহায়তা করুন। মুহূর্তের মধ্যে ঐ একই বাজারের চেনা ছবিটা বদলে যেতে থাকবে। উপাদান সব একই রয়ে গেছে (উদা. দোকানি; পথচারী প্রভৃতি) শুধু মিথস্ক্রিয়ার বয়ানটি পালটে পালটে যেতে চাইছে। ট্রাফিক পুলিশ আপাতত সচল যানগুলিকে অচল হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন; দোকানি হাতের কাজ ফেলে প্যারেড দেখতে ব্যস্ত; আপনি হয়ত বা আপনার ছাত্রাবস্থার পূর্বস্মৃতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত; এমনকি যে মাইকটি এতক্ষণ তারস্বরে ব্যথা সারাবার ওষুধের বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল সেও ক্ষণিকের জন্য নীরব। এই তাৎক্ষণিক মুহূর্তটিতে A>C নাও হতে তারে; বরং হতে পারে A = C অথবা C> A। 'প্যারেড'টি এখানে অনুঘটকের কাজ করছে। তৈরি হচ্ছে আততি বাস্তবের (কেননা আপনি একই সঙ্গে A>C, A = C এবং C>A অবস্থাগুলিতে বিধৃত অথবা নন) নিবিড় এক পরাপাঠ। যদি P = ঐ তাৎক্ষণিক প্রসঙ্গ, এবং R = ঐ পরাপাঠ, তবে ঃ

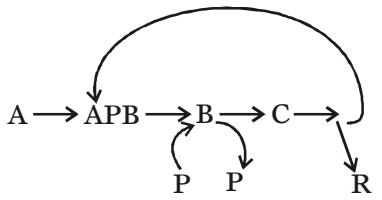

লোককথার কাহিনী নির্যাসে মিলেমিশে থাকতে পারে অনুঘটন প্রক্রিয়ার প্রভাব। কথক এবং লক্ষ্যশ্রোতা অথবা পাঠক তাৎক্ষণিক সমাজবাস্তবতার প্রাসঙ্গিকতাকে বিশ্ববীক্ষার চিন্তাবীজে পরিণত করে, যাদুবাস্তবতায় গ্রথিত করে। সিস্টেমিক অনুঘটন প্রক্রিয়ার উপর প্রাঞ্জল আলোচনা পেয়েছি যেখানে: Zech Becksterd, Kennth Cabell, Jaan Valsiner-Generalizing Through Conditional analysis : Systemic causality in the world of eternal becoming, Humana. Mente, Issue 11, 2009. বি.দ্র. পৃ. ৭২-৭৫। সিস্টেম নিয়ে বীজকল্পের আকর পাবেন যেখানে –Kart Lewin, Principles of Topological Psycholoty, MG-H (London, 1936)।

১৮। জীবেশচন্দ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৭৫।

১৯। Dan Ben-Amos, Toward a Definition of Folkore in Context : The Journal of American Folklore, Vol 84, 1971, p.p.3-15.

ছিল না কেন না বাজারে কাটতি হতে হলে 'পাঠ' হতে হবে মার্জিত, গান ইত্যাদি প্রয়োজনে বাদ দিতে হবে, বলার রওয়ানিকে সংক্ষিপ্তও করা যাবে।[২০] কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যখন লোককথা 'পাঠ্য' হয়ে উঠছে কথক সাহিত্যিকে পরিণত হচ্ছেন শ্রোতা পাঠকে এবং উভয় শ্রেণীরই ভিন্ন কৌমচেতনা এমনকি জীবনযাপন হতে পারে তখন নির্দিষ্ট লোকায়ত পাঠটি কলুষিত হয়েছে ধরে নিতে পারি? লোককথার সামাজিক তাৎপর্য ততক্ষণই যতক্ষণ তা কৃষাণ-কৃষাণি ভাষ্যে কোনো যৌথ অস্তিত্বের কথা বলে। বেন-অ্যামোস লিখছেন :

[A] popular melody, a current joke.....that has been incorporate into the artistic process in small group situatigus in folklore, no matter how long it has existed in that context. On the other hand, a song, a tale, or a riddle that is performed on television or appears in print ceases to be folklore because there is a change in its communicative contact.[21]

৮.২. সুতরাং এটা দামি কথা যখন দাবি করা হচ্ছে যে নির্দিষ্ট কৃষ্টিনির্ভরতা ব্যতিরেকে কোনো লোককথার কাহিনী-অঙ্গসজ্জা (story structure) নির্মাণ ও বিশ্লেষণ তাৎপর্যহীন পণ্ডিতি বাক্‌বিতণ্ডায় পর্যবসিত হতে পারে কেননা গল্প শুনবার জৈবিক সক্রিয়তার পেছনে কাজ করছে গোষ্ঠিগত 'ভয়', 'বিস্ময়' এবং 'জিজ্ঞাসা'। [২২-২৪] এক অর্থে অবশ্যই দামি কথা কিন্তু সব অর্থে নয়। 'দামি' তখনই যখন লোককথার নির্যাসটুকুই গবেষণার বিষয় হয়ে উঠছে তাই 'খাঁটি দেশজ বস্তু'-র খোঁজার তাগিদে ত্রিস্তর বিশিষ্ট গবেষণা প্রকল্প[২৫] সংগ্রহ বর্গীকরণ বিশ্লেষণ কিন্তু এখানে কাহিনি—অঙ্গসজ্জার মধ্যে উপাদানগত মিথস্ক্রিয়া পদ্ধতি থাকতে পারে ভাবা হয়নি। এই খসড়া আলোচনায় কিছুটা ভাবা হয়েছে। প্রত্যেক কথা -কাহিনির নিজস্ব 'অন্তর্জীবন' থাকতে পারে; বিভিন্ন সামাজিক অনুষঙ্গে বিচিত্র সব অনুঘটন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তা যেন কতকটা 'নিজেই নিজের কথা লিখতে-বলতে পারে' : এই ভাবে একই কাহিনি বিভিন্ন S_v -র দ্যোতনা তৈরি করতে পারে। তাই গাণিতিক বিভঙ্গে এসেছে যাদুবাস্তকতার কথা; যাদুবাস্তবতার বিভঙ্গে সিস্টেমিসিটি। আপাতত, এই আলোচনার এখানেই ইতি টানছি। আমাকে ক্ষমা করবেন যদি এই আলোচনাকল্পে আপনাদের স্নায়ুতটে যা যা 'অকিঞ্চিতকর' তাই তাই আমার অন্বেষণের 'সবটুকু' হয়ে ওঠে যদিও আমার কথাই তো আর শেষ কথা নয়।

২০। গৌতম ভদ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৮-২৪৯।

২১। Dan Ben, Ibid. p-14.

২২। William Brewer and Edward Lichtenstein, Event Schemas, Story Schemas, and Story Grammers, In J. Long and A. Baddeley (eds), Attention and Performence, Vol IX, (Erlbeum, 1981), P.P. 363-379.

২৩। Benjamin Colby, A partial Grammer of Eskimo Folktales, American Anthropologist, Vol 75, pp.645-662.

২৪। Jean Mandler and Nancy Johnson, on Throwing out the Baby with the Bathwater; a reply to Block and Wilensky's evaluation of Story grammers, Cognitive Science, Vol 4, pp. 305-312.

২৫। Dan Ben, Ibid, pp14-15 বেন -অ্যামোসের নিজের ভাষায় : A major factor that prevented folklore studies from becoming a full-fledged discipline in the academic community has been the tendency toward thing collecting projects. The tripodal scheme of folklore reseotich as collecting, classifiying, and analyzing emphasizes This very point.....[O]nce viewed as a process.....it can be considered a sphere of interaction in its own right.